দৈনিক খবর

তারিখ 19 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

যে অবৈধ শস্য শিশুদের স্কুলে পাঠাতে সাহায্য করে

● নাঈমা সামাদ ●

দক্ষিণ আফ্রিকার রুক্ষ ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতের পাথুরে পাদদেশে যাবুর ছোট্ট দোকানে আমরা ঢুকলে সে চোখ তুলে তাকায়, এ রকম জনশূন্য জায়গায় একটা দোকান কেনার পয়সা ছেলেটি কোথায় পেল জানতে চাইলে সে ঐ এলাকার পরিশ্রমী লোকদের অনেক গল্প তোমাদের শোনাবে, যারা রাতের বেলায় চাঁদের আলোয় টুগেলা উপত্যকার জমিগুলোতে চাষ করে। যদিও এসব গল্প সে তখনই বলবে, তোমাদের সাথে যে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে তার প্রতি যদি তার পর্যাপ্ত আস্থা থাকে।

"কিছু লোক মনে করে ডাগা (মারিজু মালা) এমন এক গাছ যা মানুষকে পাগল বানিয়ে দেয়" ক্রোধ মিশ্রিত ঘৃণা নিয়ে সে বললো। এরকম মনে করাটা ভুল, এটা আমাদের নগদ পয়সা, এটা আমাদের জীবন। এখানকার লোকেরা ভয় পাবে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে তারা এ গাছ চাষের দক্ষতা গর্বের সাথে উল্লেখ করে। এই কাজে দক্ষিণ আফ্রিকার এত লোক নিয়মিত যে, মাত্র দু'বছরে আগে এ দেশে উৎপাদিত ডাগা শস্যের মূল্য চার বিলিয়ন মার্কিন ডলারে গিয়ে পৌঁছে, দক্ষিণ আফ্রিকার চিনি শস্যের চেয়ে এর দাম ছয়গুণ বেশী। এ কথা বলেন গবেষক এ্যালেন ভ্যান জাডাম রেনডস।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই শস্য উৎপাদিত হয় উত্তরে সোয়াজিল্যান্ড থেকে দক্ষিণে ট্রান্সকেই–এর বিস্তীর্ণ জমিতে এবং তা শুধু দক্ষিণ আফ্রিকায়ই ব্যবহৃত হয় না বরং বহু শহরেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং ডাগা শস্য যারা উৎপাদন করে থাকে তাদের জন্য এটা একটা অনিবার্য পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাগা দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তর কৃষি শিল্প এবং হাজার হাজার পরিবারের জন্য শিক্ষার সংস্থান করছে। উদাহরণস্বরূপ ট্রান্সকেই–এর এক গ্রামে ঐ এলাকায় লোকজন ডাগা চাষ করে যা মুনাফা অর্জন করে তা দিয়ে একটি প্রাইমারী স্কুল তৈরী করা হয়।

এই শিল্পের ব্যাপকতা ও প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও ডাগা চাষ অবৈধ রয়ে গেছে। এই চাষ রোধে পুলিশী জ্বালাও পোড়াও প্রচেষ্টা নিয়মিত থাকলেও পুলিশ কমই পুরা শস্যের সামান্য অংশেরও ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি।

কৃষিবিদ ডেভিড কুপার যিনি গ্রুপ ফর এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং–এর সাথে কাজ করেন, তিনি এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। ভুট্টা ক্ষেতের সাথে মিশিয়ে সামান্য কিছু ডাগা শস্য অথবা বসতবাড়ীর মধ্যবর্তী পুরলে জমি যার মালিকানা স্পষ্ট নয়, এমন জমিতে ডাগার গাছ বোনা খুব সাধারণ ব্যাপার, ডাগা উৎপাদকদের এই চোখে ধুলো দেয়ার ক্ষমতাই যে কেবল কৃষিবিদ কুপারকে মুগ্ধ করে তা নয়, বর্ণবৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ কৃষকরা অলস ও অকর্মণ্য বলে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয়, এসব কৃষকদের ডাগা উৎপাদনে উঁচুমানের কর্মদক্ষতা মিথ্যা প্রমাণ করে।

তিনি আরো বলেন, কোন কোন অঞ্চলে ডাগা উৎপাদন নির্ভর করে অতীব অত্যাধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির উপর, উঁচু সমতল ভূমি এবং মাইক্রোইরিগেশন বা ক্ষুদ্র চাষাবাদ পদ্ধতির উপর, যেখানে কোন ঝর্ণা বা নদী থেকে পানির ধরাকে পরিবর্তন করে ক্ষেতে দেয়া হয়।

কোন কোন স্থানে এক কিলোমিটারের মত লম্বা জমিতে ডাগা চাষ করা হয়। যাবু বললো, ডাগা চাষ বৃহদাকারে করা হয় যখন গ্রামের পঞ্চায়েত–পুলিশের সন্ধানী চোখের আড়ালে কোন নিভৃত জায়গা খুঁজে বের করে। এই জায়গা তখন পরিষ্কার করা হয় এবং পূর্বশর্ত ফসল থেকে বীজ নিয়ে বপন করা হয়।

আমরা প্রায়ই রাতের বেলায় কাজ করি। শ্রমিকরা নীচে নদী থেকে বালতি করে পানি উপরে এনে তাদের ক্ষেতে পানি দেয়। পূর্ণিমায় তারা ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে আমরা দু'বার ফসল বুনি। একবার শীতের সময়। একটা বীজ থেকে ডাগা গাছ হতে প্রায় পাঁচ মাস সময় নেয়। এই গাছ তিনটি ডাগা ফসল দেয়। তৃতীয় ফসলটি গাছের একদম উপরের পাতাগুলো থেকে হয়। সেখানে উত্তেজক টেরোহাইড্রোফ্যানাবল সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ঘনীভূত। এ থেকেই সবচেয়ে উঁচুমানের ডাগা তৈরী হয় এবং যাবুর মতে, এসব বিষ বিক্রি করে আমরা নগদ টাকা পাই।

"এইটা উৎপাদকের বাজার" সে বললো, "আমি কখনও কোন বিক্রেতাকে তার ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষায় আছে দেখিনি অর্থাৎ লোকে এই জিনিস চায়।"

ডাগা বৈধ করা হলে এই নিশ্চিত বাজার বেশী দিন টিকবে না এই বিষয়টি যাবুকে চিন্তিত করে তোলে। সে বলে, না ভাই, এটা বৈধ করা মানে যে কেউ ডাগা উৎপাদন করতে পারবে। ফলে উৎপাদকরা কম পয়সা পাবে।

নাটাল ব্রাঞ্চ অব সাউথ আফ্রিকান রিভারসেন্স এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান গ্রেইন এডিসন্ ডাগা চাষের কারণ উল্লেখ করেন। ডাগা গ্রামের লোকদের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল। বিশেষতঃ সেসব এলাকায় যেখানে শ্বেতাঙ্গ মালিকানাধীন খামার থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তারা টুগেলা উপত্যকার মত ঘনবসতিপূর্ণ এবং প্রাকৃতিক কারণে ক্ষয় হয়ে যাওয়া এলাকায় থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

ডাগা একটি অপরাধজনিত সমস্যা নয়, এটি একটি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা যা বিভিন্নভাবে বর্ণবৈষম্যবাদের ফল।